ঝিনাইদহে কিশোরী ধর্ষনের অভিযোগ, ধর্ষক গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদরের উত্তর সমশপুর গ্রামে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে।

রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যায় বিষয়টি জানাজানি হলে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ওই কিশোরীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর প্রতিবেশী অভিযুক্ত ধর্ষক তানভীর হোসেন ওরফে সোহেল মন্ডল (৩১) কে ওই গ্রামের একটি দোকান থেকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাত ১ টার দিকে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে সদর থানায় সোহেল মন্ডল কে আসামী করে ধর্ষন মামলা দায়ের করেছেন।

জানা যায়, রোববার দুপুরে ১২ বছর বয়সী ওই কিশোরী প্রতিবেশী সোহেল মন্ডলের বাড়িতে যায়। সেসময় সোহেল তার শিশু সন্তানকে কোলে নেওয়ার কথা বলে ওই কিশোরীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষন করে। এরপর বাড়ি ফিরে আসলে সন্ধ্যায় কিশোরীর শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সে তার মা’কে বিষয়টি জানায়। এরপরই বিষয় টি জানাজানি হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, থানায় মামলার পর অভিযুক্ত আসামী সোহেল মন্ডলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

ভুক্তভোগী কিশোরীর মা জানায়, তার মেয়ে লেখাপড়া করেনা। বাড়িতেই বেশী সময় থাকে। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশী সোহেল মন্ডল এর বাড়িতে যায়, তার ছোট শিশুকে কোলে নেয়। রবিবারও তাদের বাড়িতে যায়। তখন সোহেল বাচ্চা কে কোলে নেওয়ার কথা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে এই পাশবিক নির্যাতন করে। প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে এর সঠিক বিচার করে।

মেহেরপুরে গণিতের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে তোলপাড়

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষায় ৯ম শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেসবুক গ্রুপে এ অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগে সাজেশন্স ও প্রশ্নপত্রের ছবি দেওয়া হয়। সেখানে উভয় প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে।

এ নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, তাদের পোস্টটি হুবুহু তুলে ধরা হলো। পোস্টে লেখা হয়েছে-‘প্রশ্ন ফাঁস !!

এভাবেই চলছে মেহেরপুরের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ মেহেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান উন্নয়নের কাজ। গতকাল সন্ধ্যায় সাজেশনের নামে নবম শ্রেণির গনিত প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয় ছাত্রীদের হাতে। এরকম খবর আসলে জেলা প্রশাসন কে সাজেশন গুলোর ছবি পাঠানো হয় যাচাই করার জন্য এক্ষেত্রে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানাই সাজেশন এর সাথে প্রশ্নের কোন মিল নাই কিন্তু আজ পরীক্ষা শেষে আমরা দেখতে পাই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো সব মিলতেছে এবং যে তিনটা সৃজনশীল দেয়া হয়েছে তার মধ্যে দুইটা হুবহু এসেছে।

জেলার সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভাই-বোনরা নাম মাত্র শিক্ষিত হবে।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিব বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে । নবম শ্রেণীতে চারজন শিক্ষক গণিত ক্লাস নেন। জড়িত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাদিয়াপাড়া-মহাব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এসকল অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ পত্র দুটি মেহেরপুর প্রতিদিনেও পৌছানো হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ যৌথভাবে ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেন। নিয়োগের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কামরুন্নাহারের কাছে থেকে ১২ লাখ, নাইট গার্ড ওসমানের কাছে থেকে ১০ লাখ, মালি জাবির থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে প্রধান শিক্ষক নিজ বোনের ছেলের নিয়োগের বিনিময়ে ১৫ কাঠা জমি নিজের নামে লিখে নেন এবং সভাপতি তার নিজের ছেলেকে পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের নামে থাকা ১১টি দোকান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হলেও গত ১৫ বছরের কোনো হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জবাবদিহি চাইলে প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি একে অপরকে দায় দিয়ে গড়িমসি করছেন। গ্রামবাসীরা অভিযোগের বিষয়ে দুদক ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে এসকল অনিয়মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

তবে প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন মুকুল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ভুয়া তথ্য। বর্তমান এডহক কমিটি নিয়ে দ্বন্দ হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ তোলা হয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় কয়েকশো বছরের সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ স্থানীয় ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীনের বিরুদ্ধে। রাস্তার দু’পার্শ্বে পাকা বাড়ি নির্মাণ করায় রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামের কৃষকরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না।

গ্রামবাসীরা জানান, শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় একটি ২০/২৫ ফিট সরকারি রাস্তা হিসেবে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করতো প্রায় শত বছর ধরে। ওই রাস্তায় পার্শে রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন শ্যামপুরের জনৈক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ৫ শতাংশ করে জমি ক্রয় করেন। তবে জমি জরিপ না করেই ক্ষমতার দাপটে জনগণের একমাত্র রাস্তার অধিকাংশ জমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের দেখাদেখি রুহুল আমিনও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এত রাস্তায় ব্যবহ্রত বেশির ভাগ জমি দখল হয়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে গ্রামে দফায় দফায় শালিশ বৈঠক হলেও জমির দখল ছাড়তে রাজি নন ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীন।

সরকারি রাস্তার জমি উদ্ধারে স্থানীয় আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। কিন্তুু ক্ষমতার দাপটে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ অমান্য করেন রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন।

পরে আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করেন আবুল কালাম আজাদ। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্ভিয়ার ও গ্রাম পুলিশ দিয়ে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। সে মোতাবেক আজ বুধবার সকালে জমি জরিপ করেন সার্ভিয়ার। সে সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ রমজান আলী বলেন, আমাদের বাপ দাদাদের আমলের রাস্তা এটি। গ্রামের সব মানুষ মাঠের ফসল তোলা ও চলাচল করে। অথচ রুহুল ও ফারুক রাস্তার জমি অর্ধেক দখল করে নেয়। আবুল কালাম আজাদ জানান, গ্রামের শহিদুল, জামিরুল, বাবু ও লিখন জমি দখল করেছে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমি

শংকিত।
ফারক হোসেন বলেন, আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছি তখন মাপা হয়নি। অনুমানের ওপর করেছি। এখন দেখছি রাস্তার জমি। তবে সরকারি জমি হলে আমি তা ছেড়ে দেবো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য (সাবেক) ফাহিমা খাতুন জানান, রাস্তাটি শত বছরের পুরাতন। অথচ দখল হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থে বেদখল হওয়া রাস্তা উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, এমন কোনো বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি ও পরোক্ষভাবে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার মল্লিকপাড়ায় দৈনিক কালবেলার জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির বাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দুর্ধর্ষ চুরি ও পরোক্ষভাবে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর থানায় ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে দায়েরকৃত মামলাটি ১২ নম্বর মামলা হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় সাংবাদিক রাফি বাড়ির বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং উপরের তলায় তার বৃদ্ধ মা ও ছোট ভাই ছিলেন। ১৫ জুন বেলা আনুমানিক ১২টা ৪৫ থেকে ২ টার মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় তারা বিষয়টি প্রথমে এলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং বলে ভেবেছিলেন। পরবর্তীতে তারা দেখতে পান বাড়ির মেইন গেটের পাশে থাকা বিদ্যুৎ মিটারের তার কেটে সংযোগ

বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করা বৈদ্যুতিক তার সংযোগসহ বাড়ির প্রধান ফটোকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে চুরি হয়েছে ৮ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ সংযোগের তার ও ৩৫ হাজার টাকা বাজার মূল্যের তিনটা ছাগল।

মামলার বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ নিশ্চিত করে বলেছেন, অভিযোগটি গ্রহণ করে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১৬ জুন সোমবার ঘটনার বিস্তারিত দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ১৫ জুন রবিবার মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় দৈনিক কালবেলার জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির বাড়িতে রহস্যজনক ও প্রাণঘাতী একটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সংঘটিত এই চুরিকে নিছক চুরি নয়, বরং সাংবাদিককে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভয়ভীতির মাধ্যমে থামিয়ে দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল।

তবে যা সবচেয়ে ভয়াবহ, তা হলো — চুরির পর বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনের তার গেটের উপর থাকা লোহার তারকাটায় সংযুক্ত করে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। এটি যেকোনো সময় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কারণ হতে পারত। এ কারণে এটি শুধু চুরি নয়, বরং একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে ভয় দেখানোর জন্য পরিকল্পিত মৃত্যুফাঁদ বলেই ধারণা করছেন এলাকাবাসী।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

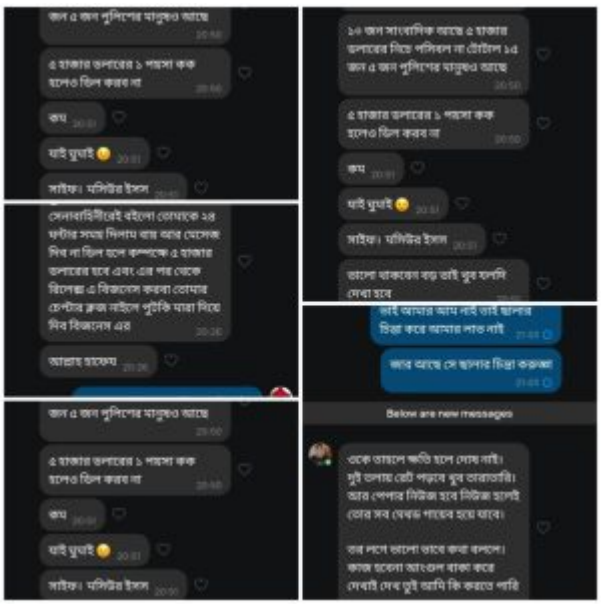
আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জনতার কণ্ঠস্বরের মুখোশে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল!



লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম
শাহিন। বাড়ি মেহেরপুরের মল্লিক
পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে তিনি শাহিন
খরা বলে পরিচিত। গত এক বছর ধরে
ফেসবুক লাইভে বলিষ্ঠ কণ্ঠে
উপস্থিত হয়ে আলোচনায় আসেন এই প্রবাসী।

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে দুর্নীতি বিরোধী বক্তব্য, কড়া সমালোচনা, আর রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক এক্সপোজে নিজেকে তুলে ধরেন জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। তবে এবার তার বিরুদ্ধেই উঠেছে ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির মত ভয়ানক অভিযোগ।

মুখে জুয়া বিরোধী, পেছনে ডলার বাণিজ্য!

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে শহিদুল ইসলামের পরিচিতি বাড়তে থাকে রাজনৈতিক লাইভ ও কড়া সমালোচনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আদালতের বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার, এমনকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার কেউ বাদ পড়েননি তার খিস্তিখেউড়ের তালিকা থেকে।

তবে তার প্রকৃত পরিচয় সামনে আসে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে মহৎ সামাজিক যুদ্ধের আড়ালে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম শাহিন জুয়াড়িদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করেন এবং পরে তাদের ফোন দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতে থাকেন।

সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেলে জমা পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, শহিদুল ইসলাম কারও কাছ থেকে তিন হাজার ডলার, কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে

তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন, ‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

মেহেরপুরে যুবককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের শিংহাটি গ্রামের পূর্বপাড়ায় যুবক হারুনুর রশিদকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার (১০ জুন) দুপুর ২ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত হারুনুর রশিদ শিংহাটি গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

হারুনুর রশিদ জানান, “আমাদের বাসার সামনের জমিতে তারা ঘেরা ঘেরি শুরু করে দেয়। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে পিছন থেকে শাবল দিয়ে আঘাত করে। পরে আরো তিন-চার জন মিলে আমাকে এবং আমার দুজন প্রতিবন্ধী ভাইকে মারতে থাকে।”

বর্তমানে হারুনুর রশিদ মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংবাদ সম্মেলন : ফসল তসরুপাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারাবাটি গ্রামের সেলিম ও মামুনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল, ফসল তসরুপাত ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলেছেন চৌগাছা গ্রামের ভুক্তভোগী রনি গমেজ ও কৃষক বরকত আলী। এ বিষয়ে বুধবার (৪ জুন) সকালে সাহারবাটি মাঠে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন ভুক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী রনি গমেজ তার বক্তব্যে বলেন, সাহারবাটি মৌজায় আমাদের খাস খতিয়ানভুক্ত কিছু জমি রয়েছে। যা সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে আমার বাবা বীমল গমেজ ক্রয় করে। সেই সুত্রে আমাদের আরএস

রেকর্ড, এসএ রেকর্ড এবং দলিল রয়েছে। যার বলে আমরা এই জমিতে দীর্ঘ বছর চাষাবাদ করি। জরুরী ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সাহারবাটী গ্রামের বরকত আলীর কাছে বাৎসরিক চুক্তিতে বন্দক রাখি। বরকত আলী জমিতে বাঁধাকপি চাষ করে চারা রোপন করেন।

কিন্তু সাহারবাটী গ্রামের সেলিম ও মামুন জোরপূর্বক ফসল নস্ট করে চাষ করে ফসল তছরুপ করেছে এবং ক্ষমতার দাপটে জমি দখল নেয়ার চেস্টা করছে। আমরা দুর্বল সংখ্যালঘু তাই আমাদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

২০১১ সালে তাদের নামে একটি ভুয়া নামখারিজ করে। সেই নামখারিজ আমরা বাতিলের আবেদন করলে, নামখারিজটি বাতিল হয়ে যায়। এবং গত দুই মাস আগে জমিটি আমাদের হোল্ডিংয়ে ফেরত যায়। সেই হিসেবে আমরা আবারো জমিতে আসি এবং এক বছরের জন্য জমিটি ১লাখ টাকায় কৃষক বরকতকে চাষাবাদের জন্য বর্গা দিই। কৃষক বরকত ৪৩ দিন আগে জমিতে কফির চাষ শুরু করে। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা গতকাল সমস্ত জমির কফি তসরুপাত করে এবং জমিতে ট্রাক্টর ঢুকিয়ে চাষ করে। এতে কৃষক বরকত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক বরকত আলী জানান, আমি মহুরীর মাধ্যমে কাগজ পাতি দেখে, এক বছরের জন্য দেড় বিঘা জমি ১ লাখ টাকায় বর্গা নিই। এবং জমিটি তহশীলদার জাকির হোসেন আমাকে মেপে ঠিক করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা আমার ৪৩ দিন আগে লাগানো সমস্ত কপি তসরুপাত করে। এতে আমার প্রায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া তারা আমাকে জমিতে না আসার জন্য হুমকি প্রদান করে। জমিতে গেলে আমাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী রনি গমেজ ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদের জমির দোখল বুঝে পেতে এবং ভুক্তভোগী কৃষক তার ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে প্রসাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

গাংনীর কমিটিতে আওয়ামী লীগকে

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[